টেংরাটিলা

গ্যাস বিস্ফোরণের ১৬ কারণ ক্ষতির এক-দশমাংশ ক্ষতিপূরণ!

আমাদের আছে মাগুরছড়ার ঝলসানো ভয়াবহ স্মৃতি। ৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভস্ম করে অক্সিডেন্টাল নির্বিঘ্নে দেশ ছেড়ে যায়। ঠিক একই রকম একাধিকবার গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নাইকো আড়াই হাজার কোটি টাকা ক্ষতি করে পাততাড়ি গুটাচ্ছে। চুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার ইচ্ছে করলেও ক্ষতিপূরণ নিতে পারছে না। লিখেছেন... **সাজেদুর রহমান**

চুক্তি ৩.৩ অনুচ্ছেদ : বিরূপ প্রচার হতে পারে বিধায় নাইকো ব্যতীত এ চুক্তি বা চুক্তি সম্পর্কিত কোনো কিছু কেউ কোনোভাবেই জনসমুখে প্রকাশ করতে পারবে না। যদি প্রকাশ পায়, তাহলে বিরূপ প্রচার মোকাবেলার জন্য সরকার নাইকোকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেবে।

চুক্তি ১.১ (বি) : কূপ খননের নক্শা বাপেক্স কর্তৃক অনুমদিত হতে হবে।

নাইকোর সঙ্গে বাপেক্স অংশীদার হয়ে সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তাকে অংশীদারিত্ব চুক্তি (Production Shearing Contract) বলে। এই চুক্তিরই দুটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হলো। ৩.৩ অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সরকার, বাপেক্স ও নাইকো কিন্তু ১.১ (বি) অনুচ্ছেদে যা আছে তা পালন হয়নি। টেংরাটিলার নকশা নাইকো বাপেক্সকে দেয় প্রথম বার বিস্ফোরণ ঘটার ৩ সপ্তাহ পর। এরকম অনিয়ম অহরহই হয়েছে। নিয়ম ভাঙার প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ববীদ ড. বদরুল ইমাম সাপ্তাহিক ২০০০ কে জানান আরও কয়েকটি বিষয়, 'চুক্তিতে যৌথ কারিগরি কমিটি গঠনের কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা করা হয়নি। কোনোরকম অর্থনৈতিক উপযোগিতা যাচাই হয়নি। দেখা হয়নি দেশের স্বার্থ।'

'স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গকারী, গ্যাস ধ্বংসকারী নাইকো টেংরাটিলা থেকে মালামাল গুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যতদূর জানা যায় রিগ, কন্টেনারসহ ৫টি ফেইলর (মালামাল বহনকারি যান) ইতিমধ্যে টেংরাটিলা থেকে চলে গেছে। যদিও নাইকো প্রধান এস স্যামসন বলছেন, দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই

আসে না। ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে তাদের ৩শ কোটি টাকার মালামাল আছে। সরকারও পরিষ্কার করে বলছে না কিছুই। জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নাইকো যাবে না থাকবে এটা আমাদের বিষয় নয়। তারা যা ক্ষতি করছে তার হিস্যা বুঝে নেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য।'

জ্বালানি উপদেষ্টার এই কথায় মনে পড়ে যায় ১৯৯৭ সালে মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র পুড়িয়ে অক্সিডেন্টাল যখন চলে যায় তখনকার কথা। তখন অক্সিডেন্টাল বলেছিলো তারা যাচ্ছে না। নতুন কূপ খনন হবে, আবার কাজ শুরু হবে। তখন সরকারের জ্বালানি মন্ত্রী নূরুদ্দিন বলেছিলেন 'অক্সিডেন্টাল চলে যাবে না।' কিন্তু তারা চলে যায়। তাই এবারও আশঙ্কা হচ্ছে, নাইকো কি চলে যাচ্ছে? দুবার ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়িয়ে নাইকো কি চলে যাবে?

চলে যাবার ব্যাপারটা আগেই ঠিক হয়েছে বলে বাপেক্সের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা জানান। তিনি আরো বলেন, 'তৃতীয় কূপ খনন করতে চাইলে জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে বারণ করা হয়। নাইকো তখনই সিদ্ধান্ত নেয় এখানে থাকবে না। এরকম একটা অবস্থা থেকে ড. তামিমকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। সম্প্রতি কমিটি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে।'

তদন্ত প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে

প্রতিবেদনে বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে নাইকোর কাজে ১৬টি ত্রুটি শনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে ২টিতে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য নাইকোর প্রতিনিধি সিনিয়র রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডভাইজার আপত্তি দেন।

- ৫২৭-৭৯৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খননকৃত কূপের অভ্যন্তরীণ গাত্রে কোনো Casing-এর পরিকল্পনা ছিল না। সুতরাং কূপের এ অংশে কোনো Casing না থাকায় কূপের অভ্যন্তরীণ গাত্রের ঐ অংশটি অনাবৃত ছিল। তা না থাকাতে বিস্ফোরণ প্রশমিত হয়েছে।
- গ্যাস স্তরের অস্তিত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও কূপের বিচ্যুতি বিন্দু (Deviation Painot) গ্যাসস্তরের অভ্যন্তরে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি গ্যাস স্তরের ওপরে কিংবা নিচে এ Deviation Point নির্ধারণ করা হতো তাহলে এ বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব হতো। তাছাড়া কেসিং (Casing)এবং পাইপে সিমেন্টেশন সন্তোষজনক ছিল না এবং তা ছিল নিম্নমানের।

খননকে কূপের অভ্যন্তরে মাড সার্কুলেশনের-এর সাহায্যে উর্ধ্বমুখী গ্যাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি Mud ইঞ্জিনিয়ার কূপের Mud Parameters সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং তা Manitoringও করেননি। বরং তিনি সঙ্কটকালীন সময়ে Mud Parameters Manitoring এবং কূপ খননে জড়িতদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা না করে গবেষণাগারে প্রায় দু'ঘন্টা কাল অতিবাহিত করেন।

যদি যথাসময়ে Mud Circulation-এর মাধ্যমে Mud Parameters নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত, তাহলে গ্যাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ হতো এবং বিস্ফোরণ এড়ানো হয় তা সম্ভব হতো।

- কূপের সংকটাপন্ন অবস্থা অনুধাবন করা সত্ত্বেও কূপ খনন থামানো হয়নি এবং কূপ সীল করার উদ্যোগও তাৎক্ষণিকভাবে নেয়া হয়নি।
- ২৪ এপ্রিল ২০০৫ রাতে ড্রিলিং সুপারভাইজার, মাড ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাড লগার, ড্রিলিং কারিগর এদের মধ্যে তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও যোগাযোগের অপ্রতুলতা কূপের সংকটকালীন অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
- খনন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অক্সিডেন্টালের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেননি।
- গ্রহণযোগ্য মানের কোনো অগ্নিনির্বাপক ছিল না। তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা মানসম্মত ছিল না।
- টেংরাটিলায় কূপ খননের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এমনকি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো মান/নীতি অনুসরণ করা হয়নি কোনো বার।
- অতঃপর খনন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্বে অবহেলা ও সম্মিলিত ত্রুটি বিচ্যুতিই বিস্ফোরণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন বিস্ফোরণে ক্ষতির বিবরণ ও আর্থিক পরিমাণের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনের ১০. ১৯ নং অনুচ্ছেদে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ সম্পদ যথা গ্যাস ও পানি সম্পদ এবং পরিবেশসহ ভূ-উপরিস্থ সম্পদ বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদন্তকালীন বিভিন্ন সংস্থা/কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ক্ষতি/ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদের বিবরণ কমিটি পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ হয়নি।

চলছে দর কষাকষি

ফেনী গ্যাসক্ষেত্র থেকে নাইকো জাতীয় গ্রিডে যে গ্যাস সরবরাহ করছে, তাতে প্রতি হাজার ঘনফুটের দাম নিয়ে দর কষাকষি এখন চরমে। নাইকো দাবি করছে, প্রতি ঘনফুট গ্যাসের দাম ২.৩৬ ডলার, সরকার দিতে চায় ২.১০ ডলার।

আর একটা কষাকষির উদাহরণ এপ্রসঙ্গে

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ	ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১. নাইকোর ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ	১২৯.৬৭
২. ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট (সম্ভাব্য)	৪ বিলিয়ন ঘনফুট
৩. স্থানীয় অধিবাসী ক্ষতির পরিমাণ	নিরূপণ হয়নি
৪. সিলেট বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়-ক্ষতি	
ক. গাছপালা	০১.৩৩ কোটি টাকা
খ. বিভিন্নভাবে পরিবেশ আক্রান্ত হওয়ায় ক্ষতি	০৩.৮৮
গ. পরিবেশের আংশিক ক্ষতি	০৭.১২
ঘ. পরিবেশের সম্ভাব্য ক্ষতি	০৪.৫৮
৫. গ্যাস পাইপ লাইন (রাজস্ব)	০.১৩
৬. ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ	ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ হয়নি
৭. সড়ক পথ (রাজস্ব ব্যতীত)	০.১২
৮. বিবিধ/অন্যান্য	০ ৮২
ক্রমিক নং ২ থেকে ৮ পর্যন্ত মোট	৮৪ কোটি টাকা ও ৪ বিলিয়ন ঘনফুট

[গ্যাসের দাম সব মিলিয়ে বর্তমান বাজার দরের হিসেব সরকার ২৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছে।]

টেংরাটিলায় ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ছিলো। যেভাবে দুবার ব্লো আউট হয়েছে তাতে ধরা যায় পুরো গ্যাসই পুড়ে গেছে। এ হিসেবে ১৬০০ কোটি টাকা লস হয়েছে বলা যায়। আর যদি দৈনিক দুবার করে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করি তবে ৮ বছরে উৎপাদন ধ্বংস হয়ে গেলো। যার মূল্য ২৫০ হাজার কোটি টাকা..

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য

বিচারপতি গোলাম রব্বানী

এস কে আব্দুল্লাহ

ড. বদরুল ইমাম

নূরুদ্দিন মাহমুদ কামাল

আমানুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের লজ্জাটা কোথায় জানেন? গ্যাসের জন্য আমরা বিদেশী কোম্পানির দিকে চেয়ে থাকি। তারা গ্যাস মাটির নিচ থেকে তুলে দিলে আমরা তা ব্যবহার করবো। শুধু তাই নয়, বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রায় আমরা গ্যাস কিনে নিয়ে ব্যবহার করছি। এর চেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? কথাটি বলেছেন পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান এস কে আবদুল্লাহ।

নাইকো মূল চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। গ্যাস উত্তোলন পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল। কূপ খননে নিষ্ঠা, বুদ্ধি বিবেচনা ও কারিগরি দক্ষতার পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণ নাইকোর অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে ঘটেছে, কারিগরি ও আইনগত দিক দিয়ে এমন অভিযোগে নাইকোকে অভিযুক্ত করা যায়। কথাগুলো বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ববিভাগের শিক্ষক ড. বদরুল ইমাম। তিনি তদন্ত কমিটির ক্ষতির পরিমাণ দেখেও বিস্মিত হন। তিনি মনে করেন, শুধু গ্যাস সম্পদ নষ্ট হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা। ড. বদরুল ইমামের মতো বিস্ময় প্রকাশ করেন পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল। তিনি বলেন, ড. তামিম যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ যা উল্লেখ করেছেন তা নিতান্তই কম। কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি দেখাতে পারবেন যেভাবে গ্যাসের হিসেব করেছেন। টেংরাটিলায় ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ছিলো। যেভাবে দুবার ব্লো আউট হয়েছে তাতে ধরা যায় পুরো গ্যাসই পুড়ে গেছে। এ হিসেবে ১৬০০ কোটি টাকা লস হয়েছে বলা যায়। আর যদি দৈনিক দুবার করে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করি তবে ৮ বছরে উৎপাদন ধ্বংস হয়ে গেলো। যার মূল্য ২৫০ হাজার কোটি টাকা।

ভারতে ভূপালে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ আদায়ে অভিজ্ঞতায় জানি, ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব। মাগুরছড়া দুর্ঘটনা ঘটিয়ে অক্সিডেন্টাল পার পেয়ে গেছে এমন অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। আমাদের ক্ষতিয়ে দেখতে হবে নাইকো ও বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ আনতে হবে। মন্তব্য করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে খনিজ সম্পদের দায়িত্বাধীন আমানুল ইসলাম চৌধুরী।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৩ (১) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে পিএসসি চুক্তি কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হয়ে থাকে বলে অভিমত দেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রব্বানী। তিনি সংবিধানের

৪৭ 'ঘ' অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেন, খনিজ সম্পদ জনগণের মৌলিক অধিকার।

উল্লেখ করা যায়, ২০ অক্টোবর ২০০৫ পেট্রোবাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে পুড়ে যাওয়া গ্যাসের ক্ষতিপূরণ দাবি করে। সম্পূরক চুক্তির আওতায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি তুলে ধরলে নাইকো ফেনী গ্যাসক্ষেত্র থেকে ৫ শতাংশ অতিরিক্ত গ্যাস দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে ক্ষতিপূরণের দাবি নাকচ করে দেয়। তদন্ত রিপোর্টে বিস্ফোরণে পুড়ে যাওয়া গ্যাসের পরিমাণ উল্লেখ করা হলেও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়নি। রিপোর্টে ৮.৪ ও ৮.৬ অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর্থিক স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য অস্পষ্ট।

খনিজ সম্পদ উত্তোলনের বিষয়টি জাতীয় স্বার্থ হানিকর চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিকে লিজ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। উত্তোলক কোম্পানিই গ্যাসের দাম নির্ধারণ করলে দেশের স্বার্থই কেবল জলাঞ্জলি যাবে না, আমরা অতিদ্রুত খনিজ সম্পদে নিঃশেষ দেশে পরিণত হবো। মাগুরছড়া, টেংরাটিলায় গ্যাস আদৌ অবশিষ্ট আছে কিনা বিশেষজ্ঞগণই বলতে পারেন। অন্যান্য ব্লকের কোথায় কত গ্যাস মজুদ আছে তাও তাদের জানা। সেই সকল মানুষের পরামর্শ আগ্রহ্য করে দায়িত্বশীলদের অনেকেই আত্মস্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়েছেন। যেমনটি সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী করেছেন বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে নাইকো ফেসে যাবে। নাইকো টেংরাটিলা থেকে মাল সরানোর আগেই যদি ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব না হয়, তবে ক্ষমতাসীনদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

পরিবেশ ও জনগণের ক্ষতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কেউ মেনে নিতে পারে না জাতীয় সম্পদের অপচয়। কেবল নাইকোর অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযুক্ত সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নয়- বাপেক্স, মন্ত্রণালয়সহ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা এখনও সহযোগিতা দিচ্ছে বলেই নাইকো ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তল্পিতল্পা গুটাতে সাহস দেখাচ্ছে। বিনষ্ট গ্যাসের ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র ৮৪ কোটি টাকার দাবিও যে নাইকোর সহযোগীদেরই কারসাজি তা স্পষ্ট। জানুয়ারির বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে গ্যাসের মূল্যই নির্ধারণ করা হয়েছে ৫শ' কোটি টাকা। আজও টেংরাটিলার আগুন সম্পূর্ণ নিভেনি। পরিবেশ, ঘরবাড়িসহ অন্যান্য ক্ষতি মিলিয়ে এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা নাইকোকেই পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারেরও গড়িমসি বা কালক্ষেপণের কোনো অবকাশ নেই।

নাইকোর অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযুক্ত সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নয়- বাপেক্স, মন্ত্রণালয়সহ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে...বিনষ্ট গ্যাসের ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র ৮৪ কোটি টাকার দাবিও যে নাইকোর সহযোগীদেরই কারসাজি তা স্পষ্ট। জানুয়ারির বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে গ্যাসের মূল্যই নির্ধারণ করা হয়েছে ৫শ' কোটি টাকা...